



## 12053 - হদোয়তে আল্লাহর হাতে

### প্রশ্ন

কভাবে আমরা আল্লাহ তাআলার এ বাণীদ্বয়কে মাঝে সমন্বয় করতে পারি: “নশিচয় আপনি যাকে ভালোবাসেনে ইচ্ছা করলেই তাকে হদোয়তে দিতে পারবেন না” এবং তাঁর বাণী: “নশিচয় আপনি সরল পথের দিকে হদোয়তে করেনে”?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করছেন এবং তাকে বুদ্ধি দিয়েছেন। মানুষের জন্য তিনি ওহী নাযলি করছেন। মানুষের কাছ থেকে তিনি রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তিনি তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং বাতলি থেকে সতর্ক করছেন। এরপর তিনি তাদেরকে যা ইচ্ছা তা নির্বাচন করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন: “আর বলুন, সত্য তোমাদের রব-এর কাছ থেকে; কাজই যার ইচ্ছা ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা কুফরী করুক। [সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৯]

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দশে দিয়েছেন তিনি যাকে সমস্ত মানুষের কাছ থেকে সত্যকে বর্ণনা করেন এবং যতটুকু ব্যাপারে তাদের আগ্রহ হয় সতী গ্রহণ করার এখতিয়ার তাদের থাকবে। যত ব্যক্তি অনুগত হবে সে তার নিজের উপকার করবে। আর যত ব্যক্তি অবাধ্য হবে সে নিজের ক্ষতি করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বলুন, হে লোকসকল! অবশ্যই তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছ থেকে সত্য এসেছে। কাজই যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজদেরই মঙ্গল জন্ম সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজদেরই ধ্বংসের জন্ম এবং আমি তোমাদের উপর হাবলিদার নই।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৮]

ইসলাম মানবপ্রবৃত্তির ধর্ম। বুদ্ধি ও চিন্তার ধর্ম। আল্লাহ তাআলা বাতলি থেকে হক্ব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন। তিনি সকল কল্যাণের নির্দশে দিয়েছেন এবং সকল অকল্যাণ থেকে সতর্ক করছেন। ভাল জনিসিগুলো হালাল করছেন; আর খারাপ জনিসিসমূহ হারাম করছেন। তিনি ধর্মের মধ্যে কোন জবরদস্তি রাখেননি। কেননা কল্যাণ ও অকল্যাণ সৃষ্টির দিকই ফরি আসবে; স্রষ্টির দিকে নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “দ্বীন-ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নাই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। অতএব, যত তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা কখনো ভাঙবে না।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৫৬] তিনি আরও বলেন: “যত ব্যক্তি সৎকাজ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্মই তা করে এবং কটে মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। আর আপনার রব



তাঁর বান্দাদরে প্রতিমোটাই যলুমকারী নন। [সূরা ফুসসলিাত, আয়াত: ৪৬]

হদোয়তে আল্লাহর হাতে। তিনি চাইলে সকল মানুষকে হদোয়তে দিতে পারতেন। কেননা তিনি পৃথিবীতে ও আসমানকে কোন কিছু করতে অক্ষম নন এবং তাঁর রাজত্বে তাঁর অনচ্ছায় কোন কিছু চলতে পারে না। তিনি বলেন: “বলুন, চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই; সুতরাং তিনি যদি ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই হদিয়াত দতিনে।” [সূরা আনআম, আয়াত: ১৪৯]

কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞার দাবী মোতাবেক তিনি আমাদেরকে এখতিয়ার শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের উপর পথ-নির্দেশনা ও ফুরক্বান নাযলি করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে অবাধ্য হবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অবশ্যই তোমাদের রব-এর কাছ থেকে তোমাদের কাছে চাক্ষুষ প্রমাণাদি এসছে। অতঃপর কটে চক্ষুষমান হলে সটো দ্বারা সে নজিহে লাভবান হবে, আর কটে অন্ধ সাজলে তাতে সে নজিহে ক্ষতগ্রিস্ত হবে। আর আমি তোমাদের উপর সংরক্ষক নই।” [সূরা আনআম, আয়াত: ১০৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হদোয়তে দায়ের কোন অধিকার নই। বরং তাঁর কর্তব্য ও সকল মুসলমানের কর্তব্য বর্ণনা করা ও পট্টেছিয়ে দয়া। হদোয়তেরে দকি-নির্দেশনা দয়া এবং জবরদস্তিনা-করা। যমেনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন: “আর আপনার রব ইচ্ছে করলে যমীনে যারা আছে তারা সবাই ঈমান আনত; তবে কি আপনি মুমনি হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবেন!” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯]

তিনি আরও বলেন: “সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা ছাড়া রাসূলে আর কোনও দায়িত্ব নই।” [সূরা আনকাবুত, আয়াত: ১৮]

সত্যেরে দকি হদোয়তে করা (পরচালতি করা)-র অধিকার এককভাবে আল্লাহর হাতে; কোন মানুষেরে এতে কোন অংশ নই। যমেনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন: “আপনি যাকে ভালবাসনে ইচ্ছে করলেই তাকে হদোয়তে করতে পারবেন না। বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছে সৎপথে আনয়ন করেন।” [সূরা কাসাস, আয়াত: ৫৬]

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হদোয়তে দনে; যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করে তাকে তিনি হদোয়তে দনে এবং তার প্রতি মননোবিশেষ করেন। যমেনটি তিনি বলেন: “আর যারা হদোয়তেরে পথ গ্রহণ করছে আল্লাহ তাদের হদোয়াত বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া দান করেন।” [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৭]

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয় এবং তাঁর থেকে মুখ ফরিয়ে নিয়ে নশিচয় আল্লাহ তাকে হদোয়তে দনে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নশিচয় আল্লাহ মথিযাবাদী কাফরকে হদোয়তে দনে না।” [সূরা যুমার, আয়াত: ৩]

আল্লাহ সবকিছু জানেন; যা হয়ছে, যা হচ্ছে এবং যা হবে। কে মুমনি, কে কাফরে, কার কর্ম কি হবে, আখরিতে কার পরণিতা কি হবে সবই তিনি জানেন। তিনি সবকিছু লওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। তিনি বলেন: “আর সবকিছুই আমরা লিখিতরূপে



সংরক্ষণ করছে।”[সূরা নাবা, আয়াত: ২৯]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে এখতিয়ার (নির্বাচন)-র ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করছেন এবং তাকে ঈমান ও কুফর উভয়টির জন্য উপযুক্ততা দিয়ে সৃষ্টি করছেন। তিনি বলেন: “নিশ্চয় আমরা তাকে পথ দেখিয়েছি— হয় সে কৃতজ্ঞ হব; না হয় সে অকৃতজ্ঞ হব।”[সূরা ইনসান, আয়াত: ৩]

মানুষ তার বুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে নির্বাচনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। যদি সে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে; যে বুদ্ধির মাধ্যমে সে কল্যাণ-অকল্যাণ ও হক-বাতলিরে বকিল্পগুলোর মধ্যে পার্থক্য করে; তখন তার ওপর থেকে শরিয়তের দায়িত্ব উঠে যায়। তাই ইসলামী শরিয়তে পাগলের ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হুশ ফিরে পায়। বালকের ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। ঘুমন্ত ব্যক্তির ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঘুম থেকে জাগে। অর্থাৎ এ ব্যক্তিদের কারণে ওপর শরয়ী দায়িত্ব নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঈমান-কুফর, হক-বাতলি ইত্যাদি বকিল্পগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার বুদ্ধি ফিরে পায়।

অন্তর যে অভিমুখী হব সেটোর জন্য সে পুরস্কার বা শাস্তি পাবে। যদি আনুগত্য করে তাহলে জান্নাত পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।”[সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৯]

আর যদি অবাধ্য হয় তাহলে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। “আর সেই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।”[সূরা আশ-শামস, আয়াত: ১০]

যে কোন একটি পথেরে অভিমুখী হওয়াটা রাব্বুল আলামীনের কাছে হিসাব দেয়ার পাত্র। এর মাধ্যমে পরিস্কার হয়ে গেলে যে, ঈমান, কুফর, আনুগত্য কিংবা অবাধ্যতা সবই বান্দার স্বনির্বাচন। আল্লাহ তাআলা এ নির্বাচনকে কনুদর করে পুরস্কার ও শাস্তি নির্ধারণ করছেন। তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি কোন নকে আমল করে সেটি তার নিজেরে জন্যই। আর যে ব্যক্তি কোন বদ আমল করে সেটিও তার নিজেরে জন্যই। আপনার প্রভু বান্দাদেরে প্রতিজ্ঞা করি নন।”[সূরা ফুসসলিাত, আয়াত: ৪৬]

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, দুনিয়া-আখিরাতেরে সুখেরে প্রতি আগ্রহী সে ইসলামে প্রবশে করুক। আর যার এ আগ্রহ নাই, আখিরাতেরে বদলে দুনিয়ার প্রতি যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট এবং ইসলাম গ্রহণ করেনি তার পরগিতস্থল জাহান্নাম। লাভ বা ক্ষতি মানুষেরে নিজেরেই। কোনটির ব্যাপারে জবরদস্তরি কিছু নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় এটি স্মরণিকা। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রভুর অভিমুখী পথ ধারণ করুক।”[সূরা ইনসান, আয়াত: ২৯]